ভাঙা রেলট্র্যাক কাপড় দিয়ে বাঁধার চেষ্টা রেলকর্মীর, ভাইরাল হল সেই ছবি

মুম্বই, ১১ জুলাই : ভাঙা রেলট্র্যাক রেলেরই এক কর্মী কাপড়ের টুকরো দিয়ে বাঁধছেন। ওই পথেই যাতায়াত করবে বহু ট্রেন। মুম্বইয়ের হার্বার লাইনে গোবান্দি ও মানকুর্দ স্টেশনের মাঝে ভাঙা রেলট্র্যাককে এভাবেই কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে কাজ চালাবার উদ্যোগ দেখে বিস্মিত সকলে। এই ছবি ভাইরাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাফাই গাইতে বসেন সেন্ট্রাল রেল কর্তৃপক্ষ। যদিও দিনের শেষে তাদের সাফাই গাওয়া নিয়ে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়।

সেন্ট্রাল রেলের তরফে কর্তৃপক্ষ দাবি করেন, মঙ্গলবার মহারাষ্ট্রের এই অংশের প্রবল বৃষ্টির ফলে রেলট্র্যাক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সন্ধে ৬.৩২ মিনিট নাগাদ এই ক্ষতিগ্রস্ত লাইনটি চোখে পড়ে রেল কর্মীদের। সেই সময় তাঁরা এক টুকরো কাপড় এনে ওই ভাঙা লাইন বাঁধার চেষ্টা করেন। রেলের তরফে সাফাই গেয়ে বলা হয়, আসলে ওই ভাঙা লাইন সহজে চিহ্নিত করার জন্যই কাপড় বেঁধে দেন রেল কর্মীরা। দু'টি লাইনকে কাপড় দিয়ে বেঁধে জোড়া দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

সেন্ট্রাল রেল কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা নিয়ে তীব্র সোরগোল শুরু হওয়ায় রীতিমতো বিবৃতি দিয়ে বলতে বাধ্য হন, সেখানকার ফিস প্লেটের কোনও ক্ষতি হয়নি। ফিস প্লেট ভাঙেনি বা কেউ তা খুলেও রাখেনি। কিন্তু প্রবল বৃষ্টির ফলে রেলট্র্যাকের ছোট্ট অংশ ভেঙে যায়। এমনকি সেখানকার মার্কিং করা পেইন্টও উঠে যায়। পেইন্টের পরিবর্তে মার্কিন করতেই রেলকর্মীরা টুকরো কাপড় বেঁধে দেন। কারণ নিরাপত্তার সঙ্গে কোনওভাবেই সমঝোতা করা যায় না।

সেন্ট্রাল রেল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে সাফাই গাইলেও রেলযাত্রী সমিতির সদস্য সমীর জাভেরি রেল সেফটি কমিশনারকে দিয়ে ঘটনাটি তদন্তের দাবি করেন। তাঁর মতে, ভাঙা লাইন এভাবে কাপড়ের টুকরো দিয়ে জোড়া দেওয়ার কথা কখনও কোথাও শোনা যায় না। রেল কর্তৃপক্ষ দাবি করেছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওই ভাঙা রেলট্র্যাক সারিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু সমীর জাভেরি সহ অন্য রেল যাত্রীদের অভিযোগ, এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি ভাইরাল না হলে রেল কর্তৃপক্ষের টনক আদৌ নড়ত কি না সন্দেহ। প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই মহারাষ্ট্রে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারও সকাল থেকেই অবিরাম বৃষ্টি হতে থাকে। টানা বৃষ্টিতে রেলট্র্যাকের অংশ ভেঙে যায় বলে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের। কিন্তু রেল যাত্রীরা এই দাবি মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, ওই লাইনে প্রচুর ট্রেন চলাচল করে। ট্রেনকে সতর্ক না করে কীভাবে একজন রেলকর্মী টুকরো কাপড় দিয়ে ভাঙা লাইন বাঁধার চেষ্টা করলেন তার ব্যাখ্যা রেলকেই দিতে হবে। কারণ এভাবে ভাঙা রেলট্র্যাক জোড়া লাগানো যায় না। ঘটনাটি নিয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার পর সেন্ট্রাল রেল কর্তৃপক্ষ নানারকম ব্যাখ্যা দিলেও তা খুশি করতে পারেনি সাধারণ যাত্রীদের। এই ছবি ভাইরাল না হলে কর্তৃপক্ষ হয়তো বিষয়টি এড়িয়েই যেতেন।

দিল্লি আদালতে ক্যাপ্টেন রাঠোরের ৭ বছরের কারাদণ্ড

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : ক্যাপ্টেন (অবসরপ্রাপ্ত) সালাম সিং রাঠোরকে ৭ বছরের কারাদণ্ড দিল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। কমান্ডার (অবসরপ্রাপ্ত) জার্নেল সিং কালরাও অভিযুক্ত হয়েছেন। ২০০৫ সালে ভারতীয় নৌবাহিনীর ওয়ার রুমের ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত এক মামলায় তাঁদের শাস্তি দেওয়া হল। নৌবাহিনীর ওয়ার রুম ও এয়ার ডিফেন্স হেড কোয়ার্টার্স থেকে নৌবাহিনীর ৭০০০ পাতার প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্পর্শকাতর তথ্যও ফাঁস হয়ে যায়। এজন্য বিপুল অর্থের লেনদেন হয়। এই গোপন তথ্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজন ব্যক্তির হাতে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য তুলে দেন। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর শুরু হয় সিবিআই তদন্ত। ক্যাপ্টেন রাঠোরের শাস্তি ঘোষণা করতে গিয়ে আদালত বলেছে, তিনি জাতীয় নিরাপত্তার বিরুদ্ধে মারাত্মক অপরাধ করেছেন। ১৯২৩ সালের অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের সেকশন-৩ (১) সি ধারা অনুসারে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

তাজমহল রক্ষায় কেন্দ্রের নিন্দা শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ তাজমহল রক্ষায় কর্তৃপক্ষের অপরিসীম উদাসীনতা ও আলস্যকে দায়ী করে কেন্দ্রের তীব্র নিন্দা করল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি এম বি লকুর ও বিচারপতি দীপক গুপ্ত'র একটি বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারকে এদিন তাঁদের নির্দেশে জানিয়েছেন, এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধটি রক্ষার জন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আদালতকে জানাতে হবে। লোকসভার সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি তাজমহলকে রক্ষার জন্য সুপারিশ করে সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট জমা দেয়। তা সত্ত্বেও কেন কেন্দ্রীয় সরকার তাজমহলকে রক্ষার ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাচ্ছে, এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শীর্ষ আদালত।

কেন্দ্রীয় সরকারের আইনজীবী এ নিয়ে শুনানির সময় বেঞ্চকে জানায়, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কানপুরকে তাজমহল কতটা দূষিত হচ্ছে, সে সম্পর্কে রিপোর্ট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তারা বাতাস থেকে তাজমহলের দূষণের মাত্রা মেপে দেখছেন। চার মাস পর এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করবে বলেও কেন্দ্রের তরফে বিচারপতিদের জানানো হয়। কেন্দ্রের আইনজীবী বুধবার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার তাজমহলকে রক্ষায় মোটেই উদাসীন নয়। তাজমহল ভিতরে এবং বাইরে কী কী কারণে দূষিত হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে তৈরি হয়েছে স্পেশাল কমিটি। এই কমিটি দূষণ ঠেকাতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তা জানাবে বলেও শীর্ষ আদালতকে জানানো হয় কেন্দ্রের তরফে। বেঞ্চ জানায়, চলতি বছরের ৩১ জুলাই থেকে প্রতিদিন নিয়ম করে তাজমহলকে রক্ষার বিষয়টি নিয়ে শুনানি হবে। এই শুনানির সময় কেন্দ্রীয় সরকারকে তা জানাতে হবে বিচারপতিদের। তবে শুধু কেন্দ্রীয় সরকার নয়, উত্তর প্রদেশ সরকারের উপরেও এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ করে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। তাজমহলকে রক্ষার জন্য তাঁরা কোনওরকম ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলেও জানিয়েছেন দুই বিচারপতি লকুর গুপ্তার বেঞ্চ।

প্রসঙ্গত, তাজমহল দূষিত হচ্ছে বলে পরিবেশবিদ্‌রা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন। ইউপিএ সরকারের আমলে তাজমহলকে রক্ষার জন্যও কিছু কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাজমহল রক্ষায় উদাসীনতা শুরু হয়। এমনকি এই ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধটির নাম পরিবর্তনের জন্য কোনও কোনও বিজেপি সাংসদ দরবার শুরু করেন। অন্যদিকে তাজমহল রক্ষার জন্য যে কমিটি, তারা বাইরে থেকে আসা সকলকেই তাজমহলের মধ্যে নমাজ পড়তে দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন। আদালত অবশ্য অতি সম্প্রতি সেই আবেদনও খারিজ করে বলেছেন, আগ্রায় বহু মসজিদ আছে। তাজমহল নয়, তাঁরা সেখানেই নমাজ পড়তে পারেন। তাজমহল বাঁচাতেই এই সিদ্ধান্ত।

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বর্ষণ, মৃত ৭, জলের তোড়ে ভেসে গেল একাধিক সেতু

দেরাদুন, ১১ জুলাই : উত্তরাখণ্ডে শুরু হয়েছে প্রবল বর্ষা। বৃষ্টির জেরে রাজ্যের রাজধানী শুধু দেরাদুনেই ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে রাজ্য সরকার সব স্কুল বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। গত ২ দিনের টানা বৃষ্টিতে সব নদীগুলি ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। বহু জায়গাতেই জলের তোড়ে ভেসে গেছে ছোট ছোট পাহাড়ি সেতুগুলি। এদিকে আবহাওয়া দফতর আগামী ৩ দিনও রাজ্যজুড়ে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে। এই রিপোর্ট পাওয়ার পরই উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত সব অফিসারদের ছুটি বাতিল করে দিয়েছেন। সম্ভাব্য বিপদ থেকে রাজ্যের মানুষকে রক্ষার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতেও বলা হয়েছে।

সমগ্র উত্তর ভারত জুড়েই এসে গেছে বর্ষা। প্রবল বৃষ্টিপাতও শুরু হয়েছে রাজ্যের সর্বত্র। দেরাদুনের সীমাদ্বারে একটি বাড়ি ভেঙে পড়ায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া দালানওয়ালা, সাহসপুর এবং বল্লিওয়ালায় জলের তোড়ে ভেসে গেছে আরও ৩ জন। ফলে রাজ্যের রাজধানী দেরাদুনেই ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির তোড়ে ধস নেমেছে বিভিন্ন জাগয়ায়। এর ফলে জাতীয় সড়কগুলিতে স্থানে স্থানে আটকে পড়েছে বহু গাড়ি।

চম্বা ও হৃষিকেশের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ৯৪ নম্বর জাতীয় সড়কেও ধস নেমেছে। ফাকোট ও ভিন্নুর কাছে এই সড়কে ধস নামায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা। অবশ্য জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দলের সদস্যরা এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মীরা যৌথভাবে ধস সরিয়ে রাস্তা খুলে দেন। দক্ষিণ হিমাচল প্রদেশেও ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে। উত্তরাখণ্ডের অধিকাংশ নদীই প্রবল বৃষ্টিতে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। পাহাড়ি নদীগুলির এই জলোচ্ছ্বাসের ফলে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে আশপাশের গ্রামগুলিতে।

এদিকে নেপাল সীমান্ত লাগোয়া পিথোরাগড়ে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে একটি সেতু। অন্য জায়গা থেকে জলের তোড়ে সেতু ভেঙে পড়ার কথা শোনা গেছে। চামোলি, পউরি ও রুদ্রপ্রয়াগ ও জেলায় ভারী বৃষ্টি নিয়ে আগাম সতর্ক করা হয়েছে বুধবারেই। এই পাহাড়ি রাজ্যের বহু নদীর জলই বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। পাহাড়ি নদীগুলি যে কোনও সময় ভাসিয়ে দিতে পারে একের পর এক গ্রাম। ২০১৩ সালেই হড়পা বান ও ব্যাপক ধসের সাক্ষী এই রাজ্য। ফলে পাহাড়ি নদীগুলিতে জল বাড়ার ঘটনা উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে প্রশাসনের।

কারণ ২০১৩ সালের হড়পা বান ও ধসে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটক মিলিয়ে ৫,৪৭৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারিয়েছিলেন। রাস্তা জুড়ে ধস নামা এবং ব্রিজগুলি ভেঙে পড়ায় ১ লক্ষের বেশি তীর্থযাত্রী বিভিন্ন স্থানে আটকে পড়েছিলেন। সকলকে উদ্ধারের জন্য ভারতীয় বায়ু, নৌ ও সেনাবাহিনী যৌথভাবে কাজ করেছিল। সে সময় বিমানে কয়েক হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

এছাড়া ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দল ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীও হাতে হাত মিলিয়ে সে সময় উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছিল। পরিবেশবিদ্‌দের দাবি, শুধু হড়পা বান ও প্রবল বৃষ্টিই নয়, রাজ্যজুড়ে প্রচুর বেআইনি নির্মাণও এই ধ্বংসের কারণ। বহু জায়গাতেই বেআইনিভাবে নির্মিত বাড়িগুলি মাটিকে নরম করে দেয়। এর ফলে ধস নামে অথবা মাটি বসে গিয়ে একের পর এক বাড়ি নদীগর্ভে চলে যায়। সেই অবস্থার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে।

সিআরপিএফের শীর্ষ অফিসারদের নিয়ে বিহারে জরুরি অবতরণ বিএসএফের চপারের

ঔরঙ্গাবাদ, ১১ জুলাই : সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ)-এর শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে বিএসএফের একটি চপার বুধবার বিহারের ঔরঙ্গাবাদে জরুরি অবতরণ করে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, সিআরপিএফের যে অফিসাররা ওই চপারে ছিলেন, তারা নকশাল বিরোধী অভিযানে যাচ্ছিলেন। সব অফিসারই নিরাপদে রয়েছেন বলে বিএসএফ ও সিআরপিএফ জানিয়েছে। বিভিন্ন মাওবাদী নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে এখন অভিযান শুরু হয়েছে। সিআরপিএফের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (সেন্ট্রাল জোন) কুলদীপ সিংয়ের নেতৃত্বে সিআরপিএফের শীর্ষ আধিকারিকদের বড়সড় একটি দল সম্ভবত নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। বিহারের ঔরঙ্গাবাদ জেলাতেও কিছু অংশে নকশালদের প্রভাব রয়েছে। কিন্তু যেসব জেলাগুলি নকশাল অধ্যুষিত সেখানে না নেমে চপারটি কেন ঔরঙ্গাবাদে জরুরি অবতরণ করল, তা নিয়েও নানরকম গুজব শোনা যাচ্ছে। তবে বিএসএফের এক মুখপাত্র যাবতীয় গুজব উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, চপারটিতে কিছু টেকনিক্যাল ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সেটি জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়। চপারটির কোনও ক্ষতি হয়নি। আরোহীরাও নিরাপদেই রয়েছেন বলে জানানো হয়েছে। অন্য একটি সূত্রে জানা গেছে, সিআরপিএফের এডিজি (সেন্ট্রাল জোন) কুলদীপ সিং, আইজি (বিহার সেক্টর) চারু সিনহা, ১ কমান্ডিং অফিসার এবং স্থানীয় কিছু পুলিশ অফিসার বিএসএফের চপারে গয়ার বরাচাট্টিতে কোবরা ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই চপারে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সেটি জরুরি অবতরণে বাধ্য হয়।

বিয়ের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যাভিচারের জন্য শাস্তি হওয়া উচিত, শীর্ষ আদালতে দাবি কেন্দ্রের

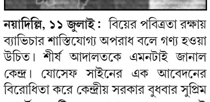

নয়াদিল্লি, ১১ জুলাই : বিয়ের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যাভিচার শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। শীর্ষ আদালতকে এমনটাই জানাল কেন্দ্র। যোসেফ সাইনের এক আবেদনের বিরোধিতা করে কেন্দ্রীয় সরকার বুধবার সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা জমা দেয়। ওই হলফনামাতেই এই দাবি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, যোসেফ সাইন সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছেন, ব্যাভিচারের মতো অপরাধের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলারা সমানভাবে দায়ী । প্রসঙ্গত, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারায় বিয়ের পবিত্রতা বজায় রাখার রক্ষাকবচের বিরোধী যে কোনও ধরনের ব্যাভিচার। এই ঘটনা বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে। ১৫৭ বছর আগে ব্রিটিশ সরকার ব্যাভিচার নিয়ে আইন তৈরি করেছিল। সেই আইনে বলা হয়, কোনও পুরুষের স্ত্রী যদি অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেন, তবে তাঁর ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং সঙ্গে জরিমানাও হবে। কিন্তু চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টে এ সংক্রান্ত একটি আবেদন জমা পড়ে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারার সাংবিধানিক বেঞ্চে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়। কারণ এই ধারায় শুধু বিবাহিত পুরুষরা অন্য কোনও বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি এ এম খানউইলকর এবং বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে নিয়ে তৈরি এক বেঞ্চ জানান, লিঙ্গ নিরপেক্ষতা নিয়ে ক্রিমিনাল আইনের পরিবর্তন ঘটে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ধারা এখন কার্যকর না করাই উচিত। এরপরই বেঞ্চ যোসেফ সাইনের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটি সাংবিধানিক বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয়।

'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র কঙ্কালসার চেহারা

আহমেদাবাদ, ১১ জুলাই : নরেন্দ্র মোদীর সরকার প্রযুক্তিকে বড় বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু প্রদীপের উপরে যতটা আলো, নিচের অন্ধকার তার চেয়েও বেশি। শিব ঠাকুরের আপন দেশে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর নিজের রাজ্য গুজরাতের খেড়া এলাকায় ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এই কঙ্কালসার চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। খেড়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, স্কুলে যাওয়ার তাগিদে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ভেঙে পড়া সেতু দিয়ে খাল পাড়াপাড় করছে স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা।

পথদুর্ঘটনায় আহত ৩ ব্যক্তির সঙ্গে সেলফি

জয়পুর, ১১ জুলাই : সেলফি'র 'অবশেসন' এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, রাজস্থানে এক ব্যক্তির পথদুর্ঘটনায় গুরুতর আহতদের সাহায্য করার পরিবর্তে তাদের সঙ্গে সেলফি তুলে বসলেন! অন্য কিছু ব্যক্তি আবার ওই ব্যক্তির সেলফি তোলার ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ায় তা ভাইরাল হয়েছে। সাধারণ মানুষের এতদিন ধারণা ছিল, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির দিকে আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু সেলফি তোলার নেশা এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে মানুষকে যে, বাস্তববোধও হারিয়ে ফেলছেন তারা। নাহলে কীভাবে পথদুর্ঘটনায় গুরুতর জখমদের হাসপাতালে না নিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে সেলফি তোলায় কেউ ব্যস্ত হতে পারেন? এদিকে পুলিশ দাবি করেছে, পথচারীরা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় সরকার চলতি বছরের এপ্রিল মাসেই রাজ্য সরকারগুলিকে সেলফি তোলার জন্য যেসব ট্যুরিস্ট স্পটে দুর্ঘটনা বেশি হয়, সেগুলি চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হংসরাজ গঙ্গারাম আহির বলেছেন, ট্যুরিস্ট স্পটগুলিতে অবাঞ্ছিত ঘটনা এড়াতে নো সেলফি জোন বোর্ড টাঙানো হচ্ছে।

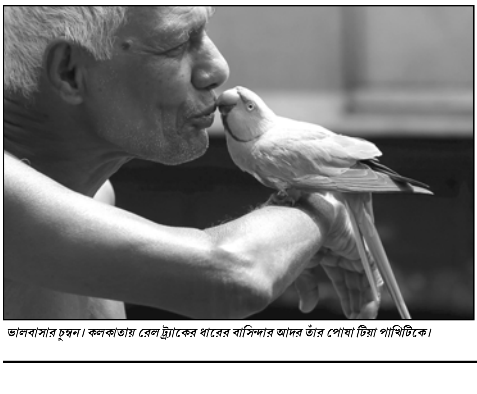

ভালবাসার চুম্বন। কলকাতায় রেল ট্র্যাকের ধারের বাসিন্দার আদর তাঁর পোষা টিয়া পাখিটিকে।

Government of India
Ministry of Shipping
Directorate of Light houses & Lightships,
Deep Bhawan 44 B.S. Road
Port Blair-744101
email : dllportblair7@gmail.com. /-03192&233164/244577

Section-I

AN/D&W(9)/2017 Date:10/07/2018

Notice Inviting e-Tender

For and on behalf of the President of India, the Director of Lighthouses and Lightships, Deep Bhavan, 44-B.S Road, Port Blair, invites online bids in two cover system (Technical and commercial bid) for the work **"Procurement of LED Flashing Marine Beacon for the Southern Group of Lighthouses in Port Blair Directorate"**, from Original equipment Manufacturer or authorized representatives/dealers/distributors/ suppliers.

Sl.No	Details	Description of Works
01.	Name of Work	Procurement of LED Flashing Marine Beacon for the Southern Group of Lighthouses in Port Blair Directorate.
02.	Estimated Cost of Work	25.60 Lakhs
03.	Period of completion of work	60 days
04.	EMD	52,000/-
05.	Cost of Bid Document (Non-Refundable)	500/-
06.	Time and Date of publishing of Tender Documents	By 1000 Hours on **13/07/2018** on website **www.eprocure.gov.in/eprcure/app**
07.	Last Date and Time for Bid Submission	**02/08/2018 at 1500 hrs.**
08.	Date of opening of Bids	**06/08/2018 at 1600 hrs.**

Note:

1. **EMD** (in original) in the form of Bank Guarantee/FDR and Tender Fee (in original) in the form of Demand Draft from any Nationalized Bank drawn in favour of the Director, Directorate of Lighthouses & Lightships, Port Blair should be submitted to the Tender Inviting Authority, on or before 02/08/2018 upto 1500hrs failing which the tender shall liable to be rejected. DLL shall not be responsible for any delay or loss, due to postal/Courier Services. Intending bidders should present demand draft and documentary proof that they satisfy eligibility criteria.
2. The details of work and eligibility criteria are available in the tender document which can be downloaded from website Central Public Procurement (CPP) Portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app and the completed bid along with EMD and Tender fee is to be submitted to The Director, Directorate of Lighthouses & Lightships, 44, B.S Road, Deep Bhavan Port Blair-744101 up to last date and time of submission of tender. Sale of physical tender document is not applicable.

2615/18 **Director**